বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সদর দপ্তর, গাজীপুর

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
www.sca.gov.bd

(ক) প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরী কর্মকাণ্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০১৮, বীজ বিধিমালা ২০২০ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৬৩৩। তার মধ্যে বিসিএস কৃষি ক্যাডারভূক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ভিশন

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

মিশন

উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

১) যে কোন ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন;

২) নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন;

৩) বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তা নিশ্চিত করা;

৪) কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাচাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা;

৬) অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা;

৭) মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা;

৯) ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কর্মকাণ্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারীতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০) বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

১১) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা;

১২) প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা;

১৩) রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারীতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উইং ওয়ারী কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই এজেন্সীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সীতে মোট ৬৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরী উইং রয়েছে-

ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

(ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সহায়তা প্রদান করা এই উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এই উইং এর কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১) প্রশাসন শাখা

- সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিত রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২) অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীনস্ত অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষাঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন।
- বিধি মোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা।
- এজেন্সীর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

(খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এর উইং মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা-

১) মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান।

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ।

- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা ।

- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ।

- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা হয়।

- ফসলের InbreedGes Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা।

- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২) বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীনে ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাসে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার আছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।

- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজ মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়য়ের বীজ উইংকে অবহিত করা।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষী পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।

- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) Gi Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

৩। পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।

- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।

- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

(গ) সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোড়দারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ ইং সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সনে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর মূল উদ্দেশ্য হলো: নোটিফাইড ফসলের নতুন জাত ছাড়করণে সমন্বয় সাধন ও ছাড়কৃত বিভিন্ন জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১) সীড রেগুলেশন শাখা

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের ডিইউএস (DUS) (Distinctness, Uniformity and Stability) টেস্ট সম্পাদন করা। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব হিসেবে এই টেস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।
- প্রস্তাবিত জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Descriptor) তৈরি করা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে Breeders Right প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফসলের জাত হনন (Varietal Piracy) থেকে রক্ষা পায়।
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test) : প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/ বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপন করেন। অত:পর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা প্লটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়। এটি বীজ ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে উপস্থাপন করা।

(খ) জনবল

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে পূনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার জনবল কাঠামো পূনর্গঠন করে ২২৩ হতে ৬৩৩ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	০	০	০	
২	গ্রেড ২	১	১	০	
৩	গ্রেড ৩	১০	৬+২=৮	২	১ জন অতিরিক্ত পরিচালক পদে পদায়ন হয় না
৪	গ্রেড ৪	০	০	০	
৫	গ্রেড ৫	৭৮	৫৮	২০	
৬	গ্রেড ৬	৪	৪	০	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	১৫৯	৩৫	১২৪	৭১ টি নমুনা সংগ্রহ পদ সৃজন হয়নি
১০	গ্রেড ১০	১	১	০	
১১	গ্রেড ১০	৩	৩	০	
১২	গ্রেড ১২	০	০	০	
১৩	গ্রেড ১৩	১১	১	১০	
১৪	গ্রেড ১৪	১২	৭	৫	
১৫	গ্রেড ১৫	০	০	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৭৮	৭১	১০৭	
১৭	গ্রেড ১৭	০	০	০	
১৮	গ্রেড ১৮	৩	০	৩	
১৯	গ্রেড ১৯	০	০	০	
২০	গ্রেড ২০	১৭৩	১০২	৭৪	

* ৩০ জুন ২০২২ তারিখের তথ্য

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান				মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (স্থায়ী পদে)	কর্মচারী(আউট সোর্সিং)	মোট	
০	১	১	০	০	০	-	-
-	১	১	-	-	-	-	-

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র.নং.	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
১	গ্রেড ১-৯	১৫৬	০	১৭৩	৩৬	৩৬৫	
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০	০	
৩	গ্রেড ১১-২০	২০	০	২৩৩	০	২৫৩	
	মোট =	১৭৬ জন	০ জন	৪০৬ জন	৩৬ জন	৬১৮ জন	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	-	-	-	-	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিটে বিদেশে কোন কর্মকর্তা গমন করেননি।
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	-	-	-	-	

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্য
১	২
২৪টি	৯৯০ জন

ঘ) উল্লেখযোগ্য কর্যক্রম

১. জাত অবমুক্তকরণ/ নিবন্ধন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১১২টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৮৩টি, গমের ১৬টি এবং পাটের ৪টি, কেনাফ ২টি, মেস্তা ২টি এবং আখের ৫টি) DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৩টি সারির (ধানের ১৩টি, গমের ৬টি এবং আখের ৪টি) VCUtest (Value for Cultivation and Uses) সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ০৪টি জাত (ধানের ৪টি) NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৯৯৫টি (আমন ধানের ৬১০টি, বোরো ধানের ৫৭৮টি, আউশ ধানের ১৩২টি,গমের ২৪৪টি, আলুর ৩৬০টি এবং পাটের ৭১টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে হাইব্রিড জাতের মোট ৭৫টি (আমন ২০টি, বোরো ৪৯টি এবং আউশ ৬টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ৬টি (আমন ১টি এবং বোরো ৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬ তম সভা পর্যন্ত)।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০২১-২০২২অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমান ২,১৩,৭৯২ মে. টন।

৩. বীজ পরীক্ষা

২০২১-২০২২অর্থবছরেনোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৬,৯৬৩টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৩,২৯৫টি প্রজনন, ৮২,৩৮৬টি প্রাক-ভিত্তি, ৮০,৯৯,৬৪০টি ভিত্তি ও ১,২৪,৪৪,৯৩৮টি প্রত্যায়িত সহ মোট ২,০৬,৭০,২৫৯টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদনঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৪৬,৯১৯ হেক্টর।

৬. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মর্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,৭২০ টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭. আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা কওে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ র্কাযক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরীকরণ।
- অনলাইন রিপর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

৮. প্রকাশনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম) এবং লিফলেট (কেন্দ্রীয় বীজ পরিক্ষাগারের পরিচিতি) প্রকাশ করা হয়েছে ।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪
১.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ প্রকল্প	২৯.৫৯	২৮.৫১ (৯৬.৩৫%)

ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি: প্রযোজ্য নয়।

জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য: প্রযোজ্য নয়।

ঝ) উপসংহার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঞ) নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২১-২০২২ সনে মোট ১১২টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৬টি VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS ,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ০৪টি জাত NSB (National Seed Board) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। এ সময়ে ৪৬,৯১৯ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন দেয়া হয় এবং মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ৯৩,৯৩২ মে. টন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৪৩,২৯৫টি প্রজনন, ৮২,৩৮৬টি প্রাক-ভিত্তি, ৮০,৯৯,৬৪০টি ভিত্তি ও ১,২৪,৪৪,৯৩৮টি প্রত্যায়িতসহ মোট ২,০৬,৭০,২৫৯টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ৬,১১৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়া এর নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন করেন জনাব মো: মাহবুব-উল-আলম হানিফ, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য কুষ্টিয়া-০৩ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

মানসম্পন্ন বীজ প্রত্যয়নে এসসিএ এর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম মহোদয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার পরিদর্শন

নোটিফাইড ফসলের বীজ প্রত্যয়ন এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

বোরো বীজ ফসলের প্রে-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক মহোদয় জনাব মো: আমিনুল ইসলাম

গম বীজ ফসলের প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট বিষয়ক মাঠ দিবসে জনপ্রতিনিধি
জনাব জাবেদ আলী জবে উপস্থিত ছিলেন

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

গম ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের ধান ফসলের মাঠ পরিদর্শন

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় 'অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম কর্মপরিবেশ উন্নয়ন'

গম বীজের গ্রো-আউট টেস্টের তথ্য সংগ্রহ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

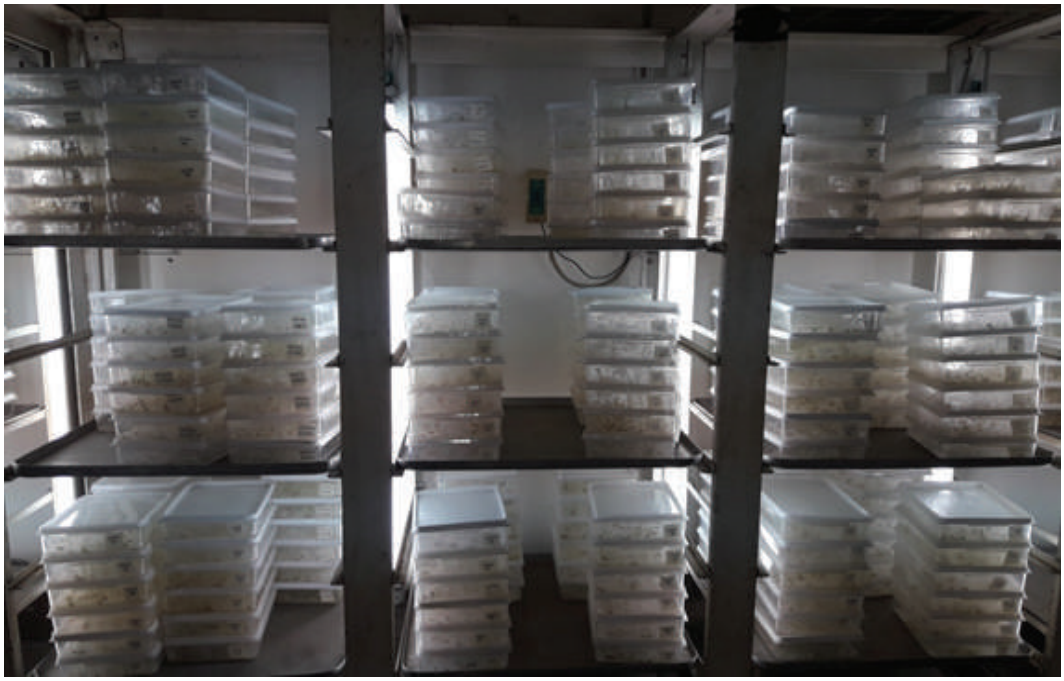

কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

বোরো ধানের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে এসসিএ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের মাঠ পরিদর্শন